108872 - ইন্টারনেটে স্ত্রীর সাথে চ্যাট করে তৃপ্ত হওয়া

প্রশ্ন

আমি সৌদি আরবে চাকুরি করি। আলহামদু লিল্লাহ, আমি যথাসাধ্য সুন্নতের পাবন্দ থাকার চেষ্টা করি। আমি রীতিমত মসজিদে নামাজ আদায় করি। বাচ্চাদের লেখাপড়ার প্রয়োজনে এই প্রথমবার আমি আমার ফ্যামিলিকে দেশে রেখে আসি। ইন্টারনেটে আমার স্ত্রীর সাথে অডিও-ভিজ্যুয়াল (শব্দ-ছবি) পদ্ধতিতে আলাপচারিতার সময় কখনো কখনো আমি তাকে তার দেহের বিশেষ কিছু অংশ দেখাতে বলি। এর ফলে আমি এমন যৌন উত্তেজনা অনুভব করি যা ঠেকিয়ে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন একবার আমি হস্তমৈথুন করে নিজেকে শান্ত করেছি। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যৌনক্ষুধা মেটানো যাবে না মর্মে সূরা মুমিনুনে [আয়াত:২৩:৬] যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আমার এ কর্ম কি তার আওতায় পড়বে? নাকি স্ত্রী উপভোগ করার মধ্যে পড়বে? উল্লেখ্য, আমি জানি হস্তমৈথুন করা হারাম। তবে সে তো আমার স্ত্রী যার প্রতি আমি তাকাচ্ছি। আমার কি করা বাঞ্ছনীয় আসা করি সেটা জানিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইন্টারনেটে চ্যাটিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে কথা বলে অথবা তাকে দেখে বা তার ছবি দেখে তৃপ্ত হওয়া জায়েয। তবে সাবধান থাকতে হবে অন্য কেউ যেন স্বামী-স্ত্রীর আলাপচারিতা শুনতে না পায় অথবা গোয়েন্দাগিরি না করে।

হস্তমৈথুনের সাধারণ বিধান হল- তা হারাম। তবে যদি কেউ যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তবে তার ক্ষেত্রে জায়েয।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, স্বামী-স্ত্রীর জন্য টেলিফোনে যৌন বিষয়ে আলাপ করা এবং একে অন্যকে এমনভাবে উত্তেজিত করা যে হস্তমৈথুন ব্যতিরেকে তাদের উভয়ের বা কোন একজনের বীর্যপাত হয়ে যায়— এরূপ করা কি জায়েয? কারণ, আমার স্বামী প্রায়শঃ সফরে থাকেন। আমরা চারমাসের মধ্যে একে অপরের সাক্ষাত পাই না।

জবাবে শাইখ বলেন: এতে কোন সমস্যা নেই; এটা জায়েয।

প্রশ্নকারী: যদি সেটা হাত দ্বারা হয়?

জবাব: হাত ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। যোনিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা ব্যতিরেকে হাত ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

প্রশ্নকারী: যদি হস্তমৈথুন যুক্ত না হয় তবে তো কোনো সমস্যা নেই?

জবাব: না, কোনো সমস্যা নেই। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নিবিড়ভাবে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে কল্পনা করে তবে এতে দোষের কিছু নেই।

আরও জানতে দেখুন 329 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।